https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

নজরুল ইসলামের কবিতায় সাম্য চেতনা

Dipankar Kotal[1]

[১]

ধরিত্রীর বুকে যে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক প্রবল প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)অন্যতম।তিনি যে সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তা তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন। মানবতাবাদী কবি নজরুল সারাজীবন অন্যায়, অত্যাচার, জুলুস, নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী চালিয়েছেন,মানবতার গান গেয়েছেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছেন। সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান, ছোট- বড়, উঁচু -নিচু ও সামাজিক অসমতা কবি নজরুলকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিল,তাই তিনি এই সব অসমতা ও ব্যবধানের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন অসংখ্য কবিতা ও গান। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার সমতার পক্ষে, সাম্যের পক্ষে রবীন্দ্রনাথও উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাম্য চিন্তা,তাঁর মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা এবং সেই সঙ্গে নৈতিকতা বোধ থেকে এসেছে।অন্যদিকে নজরুলের সাম্য চিন্তা একেবারেই জীবন থেকে নেওয়া। নজরুল জীবনকে, সমাজকে আপন আয়নার মতো করে তুলে এনেছেন তাঁর একের পর এক কবিতায়।

AIJITR - Volume - 3, Issue - I, Jan-Feb 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

[২]

নজরুলের সাম্যচিন্তা উচ্চতম্ মাত্রিকতায় অবস্থান করেছেন। সেই সাম্য চিন্তায় বিশ্বমানবতা সামগ্রিক মানবতাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর কাছে প্রতিটি মানুষের জীবনই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি 'সাম্যবাদী' কবিতায় উচ্চকণ্ঠে বলেছেন-

'গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু- বৌদ্ধ- মুসলিম- ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান।'

নজরুলের অনেক কবিতায় সাম্যবাদের উচ্চারণ ধ্বনিত হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম কবিতা গুলো হল- 'সাম্যবাদী', 'মিথ্যাবাদী', 'সাম্য', 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'কান্ডারী হুশিয়ার', 'সর্বহারা', 'কুলি-মজুর', 'সাম্যের গান', 'মানুষ', 'আনন্দময়ীর আগমনে', 'পাপ', 'চোর ডাকাত', 'ভাঙার গান', 'ঈশ্বর', 'ধূমকেতু', 'আগমনী', 'বন্দী বন্দনা' ইত্যাদি। মানুষকে সমভালোবাসায়, সমশ্রদ্ধা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই এই সাম্যচিন্তার মূল কথা।

নজরুল বাঙালি জাতিসত্তার রূপকার সাম্রাজ্য নীতির বিরুদ্ধে ছিল তাঁর অবস্থান। ব্যক্তির আত্মা উপলব্ধি আর আত্ম উদ্বোধনকে বিবেচ্য রেখেছেন তিনি সবসময়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম একজন মানবতার ফেরিওয়ালা, সাম্যবাদের কবি, ধনি -দরিদ্র,

1 Ph.D. Scholar, Dept. of Bengali, Vidyasagar University, West Bengal, India
DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.I.2026.203-206
AIJITR, Volume 3, Issue –I, January-February, 2026, PP. 197-202
Received on 25th February, 2026 & Accepted on 27th February, 2026, Published: 28th February, 2026

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

হিন্দু- মুসলমান, বৌদ্ধ- খ্রিস্টান সব জাতি সব ধর্মের লোকই তাঁর কাছে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। কবি একক কোন ধর্মকে গুরুত্ব দেননি। তিনি সবার ঊর্ধ্বে মানুষকে রেখেছেন, মানুষকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

[৩]

কৈশোরেই নজরুলের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার ভিত্তি গড়ে ওঠে। যা পরবর্তীতে তাকে সাম্যবাদী হতে পথ মসৃণ করে দেয়।নজরুলের ভেতর সেই কৈশোর থেকেই অসাম্প্রদায়িক চেতনা গেড়ে বসেছে। পরবর্তীকালে তারই প্রতিফলন তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত করেছে। এই ভাবে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির মিলন মন্ত্র রচনা করে গেছেন।নজরুলের কাব্য তাই হিন্দু-মুসলমানের মিলন তীর্থ।তাঁর কাছে কোন জাত পাত ছিল না,সকল মানুষকে শুধু মানুষ পরিচয়ে তিনি দেখতে চেয়েছেন। কবি নজরুল বাইবেল, গীতা, কোরান, বেদ সব গ্রন্থের উপরে মানুষকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তা এই সব গ্রন্থ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, কোন গ্রন্থ মানুষকে আনতে পারেনি। তিনি কবিতায় বলেছেন –

‘হিন্দু আর মুসলিম মোর দুই সহোদর ভাই
এক বৃন্তে দুটি ফোটা ফুল এক ভারতে ঠাঁই
দুই সহোদর ভাই।’

কবি নজরুল মানুষের হৃদয় বা অন্তরকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে ব্যক্তি সৎ আদর্শবান, সত্যবাদী, পরোপকারী, নীতিবান তার চেয়ে কোন ধর্ম বড় নয়। কবি মনে করেন, মানুষের হৃদয় হচ্ছে একটি উর্বর ভূমি এই ভূমিতে গীতা, বাইবেল বাঁশির মত বাজে।তিনি মানব হৃদয়কে কাব্য কিংবা যে কোন মন্দিরের চেয়ে বড় বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

নজরুলই প্রথম কবিতায় ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা করলেন। প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন সকল অন্যায় শোষণ আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে।তাই তিনি তাঁর ‘প্রলয়োল্লাস’ কবিতায় উচ্চকিত উচ্চারণ করলেন-

‘তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।’

[৪]

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ‘নারী’ কবিতায় নারী পুরুষের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। মানব ইতিহাসে নারীর ভূমিকাকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন নজরুল। তাই তিনি বলেছেন-

‘সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ- রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।’

কবি নজরুল মনে করেন, সমাজের নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই, সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর অবদান সমান। সমাজের মানুষ যেখানে ঘরের কাজের বাইরে নারীর কাজের মূল্যায়নই করতে সংকোচ করেন, নারীর কাজের সঠিক মূল্যায়ন করতে চান না, সেই সকল লোকেদের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে আজ প্রায় একশ বছর পূর্বে নজরুল তার ‘নারী’ কবিতায় নারীর জয়গান গেয়েছেন । কবি নজরুল মনে করেন, এই বিশ্বে যত কিছু কল্যাণকর, শুভ, সৃষ্টিময় তাঁর অর্ধেক পুরুষ করলে বাকি অর্ধেক করেছেন নারী।

নারী পুরুষের সাম্য বিষয়ে তিনি সামনের দিকে তাকিয়েছেন, সমাজ সংস্কারের কথা বলেছেন এবং নারীকে বন্দী করে রাখার ফলাফল সম্পর্কে পুরুষকে সাবধান করে দিয়েছেন।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

'সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো, নারীরা আছিল দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।'

কাজী নজরুল ইসলাম যেমন মানবতার গান গেয়েছেন তেমনি সমাজে নারী পুরুষের সমান অবস্থানের কথাও বলেছেন। নজরুল ইসলাম জানতেন মানব সমাজের উন্নতির কল্পে নারী পুরুষ একে অপরের সাথে মিলে মিশে আছে।নারীর অধিকার, সমাজে নারীর অবস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে নানান জোরালো বক্তব্য এসেছে কবিতাটিতে। জীবনের নানান ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে মাতা হিসেবে, কন্যা হিসেবে, বধূ হিসেবে তুলে ধরেছেন নজরুল। এটা স্বীকার করতেই হবে, সমতার এক অনন্য স্তরে নারীকে স্থাপন করেছেন নজরুল।

[৫]

মানবতাবাদী নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চিন্তায় উদবুদ্ধ। তিনি অনুভব করেন মানব ধর্মকে, মানুষকে, মানবীর চেতনাকে, তাই সাম্যবাদী তাঁর কাছে প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। দেশ জাতি মাতৃভূমিকে নজরুল মানব প্রেমের সঙ্গে দেশপ্রেমকে মিশিয়েছেন। মাতৃভূমিকে 'মা' র সাথে তুলনা করেছেন। তাইতো জাতি কে নিয়ে তার উচ্চকিত উচ্চারণ 'কান্ডারী হুশিয়ারি' কবিতায়-

'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ!
কান্ডারী! আজ দেখিবো তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
হিন্দু না ওরা মুসলিম? ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারি! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।'

এই শ্রদ্ধা, এই মর্যাদা নজরুল একজন দরিদ্র মানুষকেও দেন। তাই দারিদ্র্যের অহংকারকে তিনি একটি উচ্চতম স্তরে প্রতিস্থাপন করেছেন তাঁর 'দারিদ্র্য' কবিতায়। তিনি বলেছেন-

'হে দারিদ্র্য,
তুমি মোরে করেছ মহান্। তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কন্টক- মুকুট শোভা। দিয়াছ, তাপস, অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস।'

শ্রম আর পুঁজির মধ্যকার অসমতা সমাজে একটি অসাম্যের জন্ম দেয়। সাম্যবাদী নজরুল সর্বদা শ্রমিকের পক্ষে অবস্থান স্থান দিয়েছেন, কণ্ঠ মিলিয়েছেন শ্রমিকের সঙ্গে। শ্রমিকদের উৎপাদন থেকে পুঁজিপতিদের ফেঁপে ওঠার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছেন-

'রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলত এ সব কাহাদের দান।'

কবি নজরুল মনে করেন সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সকলের উচিত শ্রমিক শ্রেণিকে মূল্যায়ন করা। তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রদান করা। তাহলে সমাজের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে যদি সমাজের বুর্জোয়া গরিব অসহায় শ্রমিক শ্রেণিকে সম্মান না করে তাহলে এমন একদিন আসবে যেদিন শ্রমিক শ্রেণিও ধনী শ্রেণিকে সম্মান করবে না। কবির ভাষায় –

'তুমি শুয়ে র'বে তেতলার 'পরে, আমরা রহিব নিচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে -ভরসা আজ মিছে!
সিক্ত যাদের সারা দেহ- মন মাটির মমতা রসে

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – I | Jan-Feb 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

এই ধরণীর তরণীর হা'ল র'বে তাদেরই বশে!'

কবির দৃষ্টিতে ভিখারি, চাষী, চন্ডাল, রাখাল, মানুষ হিসেবে সবার একটাই পরিচয় বিচিত্র নামের আড়ালে এসব কবিতার মূলে আছে মানব প্রেম এবং শ্রেণী নির্বিশেষে সামাজিক সাম্য। এই হল নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপ।

এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় কালজয়ী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় প্রেম, মানবতা সব কিছুকে ছাড়িয়ে তিনি যে একজন যে একজন খাঁটি দেশ প্রেমিক সাম্যবাদী ছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূর্ত প্রতীক। তিনি ছিলেন সাম্যের কবি, সামবাদী কবি, বাঙালির প্রাণের কবি।

তথ্যসূত্র:

১. ইসলাম, নজরুল, সঞ্চিতা, ১৩৩৫, ISBN81-7113-0666, পৃ-৬৯,৭৮
২. চৌধুরী, চিন্ময়, অন্তরের নজরুল বাইরের নজরুল, দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৯ কলকাতা, পৃ-৯-১৪
৩. গুপ্ত, ড. সুশীল কুমার: নজরুল চারিত মানস, দেশ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১২, পৃ- ২৪
৪. আহমেদ, মুজফ্ফর, কাজী নজরুলের স্মৃতি কথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃষ্ঠা- ৬২
৫. ইসলাম, কাজী নজরুল, কবিতা সমগ্র, ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ, ২০১৭, পৃষ্ঠা- ৪ ও ৫
৬. সিংহ, রায়, জীবেন্দ্র: কল্লোলের কাল, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩